দৈনিক খবর

23

তারিখ 24 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিনা মূল্যের পাঠ্যবই

পাবনা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখনও বিনা মূল্যের পাঠ্যবই পায়নি- এই মর্মে সম্প্রতি এক খবর ছাপা হয়েছে। সাঁথিয়া, সুজানগর, চাটমোহর, ঈশ্বরদী ও পাবনা সদর উপজেলায় ৫ম শ্রেণীর প্রায় ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বই পায়নি বলে জানা যায়। প্রকাশ, পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘরিয়া, সুজানগর, ভাঙ্গুরা ও বেড়া উপজেলার ১ম হতে ৫ম শ্রেণীর প্রায় ৩৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বই পায়নি। এছাড়া বই বিতরণের ব্যাপারে কোন কোন স্থান হতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে বলেও উক্ত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকশী এলাকা হতে প্রাপ্ত অভিযোগে জানা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে বই বিতরণের পরিবর্তে প্রতি সেট হতে মাথাপিছু হারে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

প্রকাশিত সংবাদে দু'টি হতাশাব্যঞ্জক দিক লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে- নতুন শিক্ষা বর্ষের প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বিনা মূল্যের পাঠ্যবই না পৌঁছা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- যে সমস্ত পাঠ্যবই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিনা মূল্যে পৌঁছে দেয়ার কথা ঐ সব বইয়ের জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী নিয়মে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অর্থ সংগ্রহ করার অনুমোদন বা নির্দেশ নেই। বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ সম্পর্কিত এসব অভিযোগ যদি তদন্তের মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে যুগপৎ দুঃখ এবং বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর থাকে না। কেননা আমরা ভালো করেই জানি যে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে ছাত্র ও অভিভাবকদের উৎসাহিত করার জন্যেই বেশ কয়েক বছর আগে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৬ শতাংশই নিরক্ষর। নিরক্ষরতা একটি জাতির জন্যে চরম অভিশাপ। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সংকট তথা দেশের সার্বিক পশ্চাৎপদতা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কাটিয়ে ওঠার সহজ ও সংক্ষিপ্ত রাস্তা হচ্ছে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জন্যে উন্নতি এবং সমৃদ্ধি লাভের প্রশ্নে শিক্ষার বিকল্প কিছু হতে পারে না। এ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই জনগণকে শিক্ষামুখী করে তোলার জন্য প্রথম অবস্থায় সরকারী প্রাইমারী স্কুলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। তৎপরবর্তীতে চালু করা হয় বিনা মূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহের ব্যবস্থা। বিধি মোতাবেক নতুন শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই সকল প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু এ খাতে খরচ বাবদ সরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও এবং একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সাধু পদক্ষেপ নেয়া হলেও প্রায় প্রতি বছরই অভিযোগ ওঠে যে, নতুন শিক্ষা বর্ষের কয়েক মাস গত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিনা মূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহ করা হচ্ছে না। অবশ্য সকল স্থান থেকেই যে এমন অভিযোগ আসে এমন নয়। কোন কোন স্থান থেকে এ রকম অভিযোগের কথা শোনা যায়। আবার কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের বিনিময়েও বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিতরণের কথা শোনা যায়। এসব অভিযোগকে হালকাভাবে দেখা ঠিক নয়। কেননা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। সরকার যেখানে শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং দেশের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন, সেখানে এসব প্রতিবন্ধকতা থাকা ঠিক নয়।

ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিলও জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নে সরকারের দায়িত্ব আরও অনেক বেড়ে গেছে। শুধু আইন আর নিয়ম হবে- অথচ সেগুলো কার্যকর হবে না, এমন অবস্থাকে মেনে নেয়া যায় না। তাই আমরা মনে করি, শিক্ষার স্বার্থে তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এসব বাধা দূর করা উচিত। প্রাথমিক স্কুলে পড়ার যোগ্য বয়সের প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে সময়মত স্কুলে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে যেমন কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা ঠিক নয়, তেমনি সময়মত বিনা মূল্যের পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও কোন অসুবিধা থাকা ঠিক নয়। যাদের গাফিলতি বা দায়িত্বহীনতার জন্যে এসব অনিয়ম হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক- এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম যাতে আর না হতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যেও আমরা সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছি।